বাবার শিল্পী সত্তা
বাঁচিয়ে রাখতে চান প্রতীক

‘যোগ্য বাবার যোগ্য ছেলে’ কথাটি পরিপূর্ণতা পেয়েছে তার কর্মক্ষেত্রে। যার নাম প্রতীক হাসান। মাত্র একাদশ শ্রেণীতে পড়ার সময়েই তার সবকটি অ্যালবাম সফলভাবে শ্রোতা ও দর্শক হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। এখন শুধু সামনে এগিয়ে যাবার পালা। প্রতীক হাসান অকাল প্রয়াত সংগীতশিল্পী খালিদ হাসান মিলুর জ্যেষ্ঠপুত্র। সাপ্তাহিক ২০০০কে জানিয়েছেন তার স্বপ্নের কথা, গান নিয়ে বেঁচে থাকার কথা, বাবার শিল্পী সত্তা বাঁচিয়ে রাখার কথা... লিখেছেন তনিমা আরেফীন

বাবা স্বনামধন্য শিল্পী হওয়ার সুবাদে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ছোটবেলা থেকেই গানের প্রতি ভালোবাসা জন্মে। তবে এত অল্প বয়সে গান নিয়ে দর্শক-শ্রোতার আসনে আসতে হবে এটা কখনোই ভাবেননি প্রতীক। খুব ছোটবেলায় ৩য় কি ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ার সময় বাবার হাতে সংগীতের হাতেখড়ি। প্রতীকের বাবাই চাইতেন তার ছেলে একদিন তার চেয়েও বড় শিল্পী হয়ে বাবা-মার মুখ উজ্জ্বল করবে। তাই হয়তো খুব কম বয়সেই লেখাপড়ার পাশাপাশি সংগীত চর্চাটাও নিয়মিত চালিয়ে যেতে হয়েছিল প্রতীককে। জানতে চাই আজকের প্রতীক হাসানের বেড়ে ওঠার কাহিনী। প্রতীক বলেন,‘বাবাই আমার সব অনুপ্রেরণার উৎস। বাবার জন্যই আমি আজকের প্রতীক হাসান।’বোঝা গেল বাবা খালিদ হাসান মিলুই প্রতীকের সবচেয়ে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর গর্বের। ছেলে বড় শিল্পী হবে এ ইচ্ছা থাকলেও বাবা চাইতেন আগে লেখাপড়ার পাট চুকে যাক তারপর শিল্পী হিসেবে ছেলে দেশের মানুষকে সুরের মায়ার জালে আবদ্ধ করবে। বাবার হাত ধরে ২/১টি স্টেজ শো ছাড়া আর তেমন করে দর্শক- শ্রোতার সামনে আসা হয়নি প্রতীকের। তবে সেই ২/১টি স্টেজ শোই নাকি মাতিয়ে তুলেছিলেন শিশু প্রতীক। এক সময় নাকি বাবার চেয়ে ছোট্ট প্রতীকের গান শুনতেই দর্শক শ্রোতা সারিতে বেশি তোড়জোড় শুরু করেছিল। ‘এটা খুব ছোটবেলার ঘটনা। তারপর আব্বু অসুস্থ হওয়ার পর ইত্যাদিতে বাবার সঙ্গে হানিফ আংকেল (হানিফ সংকেত) আমাকে গান গাওয়ালেন’, বললেন প্রতীক। ঐ গানটি গাওয়ার পর শ্রোতাদের কাছ থেকে হানিফ সংকেতের কাছে এত বেশি অনুরোধ আসতে থাকে যে গানটি যেন পুরো গাওয়ানো হয় প্রতীককে দিয়ে। বোঝা যায় প্রথম দিনেই কণ্ঠের জাদুতে বশ করে ফেলেছিলেন হাজার হাজার দর্শকের হৃদয় এক্ষেত্রে অবশ্য হানিফ সংকেতের কাছে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই প্রতীকের। গত রোজার ঈদে ‘মনের মানুষ’ নামে প্রতীকের দ্বিতীয় একক অ্যালবাম বেরিয়েছে। বাংলাদেশের সর্বকনিষ্ঠ সংগীত শিল্পী হিসেবে তার অ্যালবাম যতটুকু সফলতা পেয়েছে তাতে যথেষ্ট খুশি প্রতীক। তিনি বললেন, ‘আমি আসলে সব সময় চেষ্টা করি ভালো গান করার। গানের কথা ও সুর এ দুটি যেন শ্রুতিমধুর হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গান করি।’

যে বাবাকে দিয়ে তার সংগীতের হাতেখড়ি, যে বাবার অনুপ্রেরণায় সে আজকের প্রতীক হাসান, সে বাবাকে নিয়েই তার ছোটবেলা থেকে স্মৃতির কোনো শেষ নেই। জানালেন সেখানে থেকে দু’একটা স্মৃতির কথা বললেন ‘খুব ছোটবেলার কথা। বাবার সঙ্গে নরসিংদীতে একটা স্টেজ শো করতে গিয়েছিলাম। ওখানে খালিদ হাসান মিলুর ছেলে হিসেবেই আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। বাবা গান শেষ করার পর আমাকে যখন গান গাইতে বলা হয় টানা ৯/১০টা গান গাওয়ার পরও দর্শকরা আমাকে ছাড়ছে না দেখে আমাকে রেখেই বাবা চলে আসেন। পরে অন্যান্যদের সঙ্গে আমি ঢাকায় ফিরি।’ হয়তো দর্শকরা তখনই বুঝতে পেয়েছিলেন এ ছেলে একদিন বড় শিল্পী হয়ে বাবার মুখ উজ্জ্বল করবে। দর্শকদের সেই ধারণা সঠিক প্রমাণিত করার প্রাথমিক পর্যায় সফলভাবে পার করেছেন প্রতীক। নিজের অ্যালবামগুলোর সবকটিতে ২/৪টি করে বাবার গান গেয়েছেন প্রতীক। বাবার গানগুলোকে সংরক্ষণ করার কিংবা এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোনো পরিকল্পনা আছে কি না জানতে চাইলে জানালেন ,‘বাবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত সবগুলো অ্যালবামকে ডিভিডিতে নিয়ে আসার একটা পরিকল্পনা আছে। তবে বেশি কিছু এখনও ভাবেননি তিনি। যদিও প্রতীকের রক্তে মিশে আছ গান, তবে এখনই প্রফেশনাল শিল্পী হতে চান না, বাবার

ইচ্ছানুযায়ী লেখাপড়া পুরোপুরি শেষ করে নিজেকে পেশাদার শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চান প্রতীক। প্রতীকের ইচ্ছা শুধু গান গাওয়া নয়, গান গেয়ে আজকের বড় বড় জনপ্রিয় সব শিল্পীদের জায়গায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। তবে এজন্য রাতারাতি তারকা বনে যাওয়ার কোনো ইচ্ছেই নেই তার। প্রতীক বললেন, 'একজন ভালো শিল্পী হতে হলে তাকে অবশ্যই সবার আগে ভালো গান গাইতে হবে, গানের কথা ও সুরের দিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং অবশ্যই নিয়মিত চর্চা করতে হবে। সংগীতে নিয়মিত চর্চার বিকল্প কিছুই নেই।' খুব দৃঢ়ভাবে জানালেন প্রতীক। নতুন অ্যালবাম প্রসঙ্গে জানালেন, কোরবানির ঈদে সংগীতার ব্যানারে তার পরবর্তী একক অ্যালবাম বাজারে আসছে। রোমান্টিক, স্যাড আর বাবার কিছু গান গেয়েছেন প্রতীক এই অ্যালবামটিতে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে জানালেন, 'আপাতত পড়ালেখা আর গান দুটোই সমানভাবে চালিয়ে যাওয়া। তবে পড়ালেখা শেষ করে গানকেই পেশা হিসেবে নিতে চান প্রতীক। কথায় কথায় জানালেন তার ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ুয়া ছোটভাই নাকি এখনই খুব সুন্দর গান করে। স্বয়ং হানিফ সংকেত নাকি ছোট ভাইয়ের গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। বোঝা গেল বাবা আর বড় ভাইয়ের পথকে অনুসরণ করছে সে।

শিল্পী প্রতীক হাসান

আপাতত খুব বেশি কিছু নিয়ে ভাবছেন না প্রতীক। নিজের গানের পাশাপাশি ছোটভাইকে উৎসাহ যোগানো আর বাবার স্বপ্ন পূরণ করে মায়ের মুখে হাসি ফোটানো এটুকুই যথেষ্ট। খুব অসময়ে দর্শক শ্রোতারা হারিয়েছে খালিদ হাসান মিলুর মত একজন গুণী শিল্পীকে। কিন্তু এ নিয়ে যেন এদেশের মানুষকে হতাশ হতে না হয় তাই নিজের মাঝেই বাবাকে বাঁচিয়ে রাখবেন প্রতীক। এমনকি বাঁচিয়ে রাখতে চান বাবার শিল্পী সত্তা। প্রতীকের মাঝেই বার বার ফিরে আসবেন খালিদ হাসান মিলু।

এ সপ্তাহের ঢাকা

গ্যালারি কায়া : রাজধানীর উত্তরার গ্যালারি কায়ায় শুরু হয়েছে নবীন শিল্পী নগরবাসী বর্মণের 'অভিষেক' শিরোনামের একক চিত্রপ্রদর্শনী। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন লেখক, সাংবাদিক আনিসুল হক। প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে এচিং অ্যাকোয়টিন্ট উডকাট এবং লিথোগ্রাফের ছাপচিত্রসহ ৫৫টি শিল্পকর্ম। প্রদর্শনী চলবে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র : বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিয়মিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী আয়োজনে এ সপ্তাহে চলচ্চিত্র চক্র মিলনায়তনে দেখানো হবে-

তারিখ ও সময়	ছবির নাম
১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়	অপরাজিত
২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়	অপুর সংসার
৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়	থ্রন অফ ব্লাড
৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায়	ম্যাক ব্যাথ

পালাকার : 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়' জীবনানন্দ দাশের এই পঙ্‌ক্তির ওপর বিশ্বাস রেখে নাট্যদল পালাকার নিয়মিত নাট্য প্রদর্শনী করে আসছে। পালাকার ইতিমধ্যে নিজেদের একটি স্টুডিও থিয়েটার নির্মাণ করে তাদের নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে এবং সুধীজনের নজরও কেড়েছে। পালাকার বর্তমানে নতুন নাট্যকর্মী সংগ্রহ করছে। নাট্যকর্মী হিসেবে আগ্রহীরা ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ফরম সংগ্রহ করতে পারবেন এই ঠিকানায়: পালাকার স্টুডিও, দিলু রোড নিউ ইস্কাটন। পাঠশালা ও সন্দেশ, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, থিয়েটার কর্নার, গাইড হাউজ, নিউ বেইলি রোড। ফোন নম্বর : ০১৯১-২৩৫৪৪০, ০১৭২৭১০৪৮৮, ০১৭৬৬৪২৩৪৬।

চারুকলা : চারুকলা ইনস্টিটিউটের জয়নুল গ্যালারিতে ২৪ নবেম্বর উদ্বোধন করা হয় উদীয়মান শিল্পী বাংলা একাডেমীর রিটাচার মফিদুল আলম খানের 'সৃষ্টির উল্লাসে' শিরোনামের একক চিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শনী চলবে ৩০ নবেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ১২ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত

জার্মান কালচাল সেন্টার : ধানমন্ডির জার্মান কালচার সেন্টারে ৫ ডিসেম্বর বিকাল সাড়ে ৫টায় অনুষ্ঠিত হবে আমেরিকার অপেরা জগতের আলোচিত শিল্পী মনিকা ইউনূসের একক অনুষ্ঠান। মনিকা ইউনূস গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের মেয়ে। মনিকা ইউনূস সুল্লিভান ফাউন্ডেশন অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন ২০০৩ সালে। তিনি আমেরিকার খ্যাতনামা নাসভিল, ভার্জিনিয়া, পামবিচ অপেরাসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আয়োজিত অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে বিদেশী শ্রোতা দর্শকদের দৃষ্টি কাড়েন।

মনিকা ইউনূস

তিনি ৫ ডিসেম্বর জার্মান কালচার সেন্টারে নিজ জন্মভূমিতে পরিবেশন করবেন অপেরা গান। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছে নৃত্যাঞ্চল।

টিএস সি মিলনায়তন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি এস সি মিলনায়তনে ২৮ নবেম্বর থেকে শুরু হয়েছে 'এ্যানিমেশন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'। এ ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদ। ফেস্টিভ্যাল চলবে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে প্রদর্শন করা হচ্ছে ৪টি করে 'শো'। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আলোচিত এ্যানিমেশন ছবি প্রদর্শীত হচ্ছে।

নাগরিকের নতুন নাটক ছায়ানট জীবনবাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচন

আমাদের চলচ্চিত্র এবং প্যাকেজ নাটকের আঙ্গিনায় কি ঘটছে? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এফডিসি কিংবা কোনো নাটক নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের অন্দরমহলে যেতে হবে না। যদি ছায়ানট নাটকটি দেখা যায়, তবে বোধ করি এর উত্তরটি পাওয়া যাবে অনায়াসে। উৎপল দত্ত ষাটের দশকে তার বিখ্যাত নাটক 'টিনের তলোয়ার'-এর আগে এ নাটকটি লিখেছিলেন। বলা যেতে পারে তিনি এ নাটকটি লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ সেই সময়কার চলচ্চিত্রের অন্দরমহলের অন্ধকার বিষয়গুলোকে তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন যা চার দশক পরে এখনো সমানভাবে উপস্থিত। নির্দেশকের কথায় আজকের বাংলাদেশে কি বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে, কি বাণিজ্যিক টেলিভিশন নাটকে একই অবস্থা বিদ্যমান। তাই ছায়ানটের প্রাসঙ্গিকতা আর বিশেষ কিছু বলার নেই। এ নাটকের কাহিনীতে দেখা যায় চলচ্চিত্র প্রযোজক বিনয় চৌধুরী ও পরিচালক অজিত কম টাকা ব্যয় করে ব্যবসাসফল ছবি বানাতে চান। এজন্য নবাগত মনোজ কুমারকে সুযোগ দেন এক্সট্রা থেকে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে। এভাবে চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে এসে পরিচয় ঘটে ৮টি ছবিতে অভিনয় করা পারিজাতের সঙ্গে। এক পর্যায়ে তারা প্রেম থেকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। পারিজাত অভিনয় ছেড়ে দেয়। মনোজ কুমার ডাকসাইটে অভিনেত্রী সুচরিতার সঙ্গে চুটিয়ে অভিনয় করে। একের পর এক হিট ছবি উপহার দিচ্ছে। অভিনয় সুখ্যাতির জন্য মনোজ কুমার পুরস্কারও পাচ্ছে। অন্যদিকে তাদের এ জনপ্রিয় জুটিকে নিয়ে বাজারে নানা কথা চলছে। অবৈধ মেলামেশার গুজব রটছে। ইতিমধ্যে আবির্ভাব ঘটছে নতুন আরেক অভিনেতা সন্দীপ কুমারের। সন্দীপ কুমার এক সময় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়ে যায়। এতে ঈর্ষান্বিত হয় মনোজ কুমার। সে নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে দাবি করে। তখন সুচরিতার মুখে উচ্চারিত হয় এক এমোঘ পঙ্‌ক্তি। পৃথিবীতে কেউ তারকা নয়। সবাই ধূমকেতু। সাময়িকভাবে সে উজ্জ্বল থেকে আবার ঝরে পড়ে।

মঞ্চ নাটক ছায়ানটের একটি দৃশ্য

মনোজ কুমারের অভিনয় পর্বের সমাপ্তি ঘটে। প্রযোজক পরিচালক আর মনোজ কুমারকে নিয়ে ছবি করতে রাজি হয় না। তারা সন্দীপ কুমারকে নেয়। অথচ প্রথম সুযোগ করে দেয়ার জন্য প্রযোজক বিনয় চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সে অন্য কোনো প্রযোজকের বেশি টাকার অফার পেয়েও সে সুযোগ গ্রহণ করেনি। অথচ সেই মনোজ কুমারকেই এখন তার ছেলের চিকিৎসার জন্য টাকা ধার নিতে হচ্ছে কি না বিনয় চৌধুরীর কাছ থেকে।

এই কাহিনী কি এখনো অতীত হয়ে গেছে আমাদের বর্তমান বাস্তবতায়? প্রযোজক বিনয় চৌধুরীরূপী আলী যাকের যখন বলেন, 'পুঁজির ব্যবসাই হলো মুনাফা করা। কম পুঁজি দিয়ে বেশি লাভ করাই তো পুঁজির ধর্ম। এটা না করে আমার চলবে কি করে?' তখন তো আমরা বর্তমান সমাজকেই দেখি।

ছায়ানটের দর্পণে তখন প্রস্ফুটিত হয় বর্তমান বিশ্বায়নের অভিমুখে অভিযাত্রিক এক প্রযোজকের মুখ। আর নায়িকা সুচরিতার মুখে যখন উচ্চারিত হয় এই অমোঘ সত্য যে, 'পৃথিবীতে কেউ তারকা নয়। সবাই ধূমকেতু। হঠাৎ করে জ্বলে ওঠে হঠাৎ খসে পড়ে পৃথিবীতে' তখন যেন নাটকটি বহুমাত্রিক শিল্পের ব্যঞ্জনায় আরো নাটকীয় আবহের অবতারণা করে। প্রতিনিয়ত নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায় প্রতিটি মানুষকে।

রুহুল তাপস, প্রশান্ত অধিকারী

ত্রপা ও আপনের নতুন অতিথি

নতুন অতিথির আগমন। এ বার্তা বাবা-মা'র সঙ্গে সঙ্গে পুরো পরিবার, এমনকি পরিচিতজনকেও করে পুলকিত। আর এই নতুন অতিথি যখন পৃথিবীর আলো দেখে, তখন বাবা-মা'র আনন্দের সীমা থাকে না। এই নতুন অতিথি যদি হয় তাদের প্রথম সন্তান, তাহলে তো কথাই নেই। গত ১ নবেম্বর নতুন অতিথির আগমন ঘটল মিডিয়ার এক দম্পতির ঘরে। একজন হলেন অভিনয় শিল্পী ত্রপা মজুমদার এবং অন্যজন বিজ্ঞাপন নির্মাতা আপন আহসান। তাদের নতুন অতিথির নাম আত্রেয়ী আহসান। প্রথম সন্তানের জনক হওয়ার অনুভূতি ব্যক্ত করলেন আপন আহসান এভাবেই, 'যারা বাবা বা মা হয়েছেন তারা আমাদের অনুভূতি কমবেশি বুঝতে পারবেন। এ অনুভূতি বলে বোঝানো সম্ভব নয়। ভালো লাগছে সন্তানের পিতা হয়েছি।' সন্তানকে নিজেদের পেশায় সংযুক্ত করবেন কিনা তা জানতে চাইলে আপন আহসান বলেন, 'আমরা আগে থেকেই সন্তানের নাম ঠিক করে রেখেছিলাম। তবে আমাদের কামনা আত্রেয়ী সুস্থভাবে বেড়ে উঠুক। সে বড় হয়ে আমাদের পথ অনুসরণ করবে কিনা এটা তার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। তবে তার পছন্দের ওপর পুরো স্বাধীনতা থাকবে আমাদের।'

বাবা আপন আহসানের কোলে নতুন অতিথি আত্রেয়ী